।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

।। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী যুগ ।।

। ছোট গল্পের পটভূমি ।

এক সমালোচক বলেছেন ছোট গল্প হচ্ছে "Preculiar product nineteenth century" । ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক অদ্ভুত বিক্ষুব্ধ জীবন বোধ দেখা দিয়েছিল সারা বিশ্বজুড়ে । এই শতাব্দীর বুকে আমরা দেখেছি ছোট গল্পের ভিত্তি । দান্তের অন্ধকারের পথে অভিসার আর পেত্রার্কের বিদগ্ধ রোমান্টিকতার যুগে নির্মোহ জীবন সন্ধানী জনসাধারণের শিল্পী বোকাচিও , চসারের দিকে — সামাজিক গ্লানির দিকে তাঁর জিজ্ঞাসা উদ্যত তুলে ধরেছিলেন । ঊনবিংশ শতক পৃথিবীর ইতিহাসে বুঝি জীবনের জীবনকে যন্ত্রণাহত করে তুলেছিল । ফ্রান্স ও রাশিয়ায় জীবন ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা ছিল প্রকট ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন , " আধুনিক ছোট গল্প যন্ত্রণার ফসল । মহৎ বিশ্বাস থেকে — অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে (যা ফ্লোবেয়ার রাজতন্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হয় , কিন্তু শূন্যতার আঘাতে , তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে — আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল - কোণিক ধারালো খণ্ডগুলিতে লেখক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নগ্ন আত্মার সর্বে ছুঁড়ে দিতে থাকেন । ....

" আমেরিকায় ছোট গল্পও এমনি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে । সেখানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কোনো বিপুল সংঘাত নেই বটে , কিন্তু আছে লেখকের ব্যক্তিক বেদনা ও ব্যর্থতার ট্র্যাজেডি । নিঃসঙ্গ উদাসীন ন্যাথানিয়েল হথর্ন সেই বেদনাতেই আলো ছায়ার মধ্যে ' পিউরিটান উচ্চ ধারণা 'কে ভাসিয়ে দিয়েছেন — কত বিকৃত অন্ধকার আস্তাবল তো দেখেছেন তাঁর জানালার পাশে দাঁড়ি কাকের জ্বলন্ত দৃষ্টি কপালে নিয়তির মতো জেগে আছে । এই সামাজিক সঙ্কট —

নয় ব্যক্তিক সংকট - উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান । ছোটগল্পে যন্ত্রণার সকল রূপেই এই সময় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে ।" ১

ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজমের তত্ত্বে বিদ্ধ ছিল এই ছোটগল্পের বেলাভূমি । পুরনো সমাজ জীবনের মূল্য বোধের গ্রন্থিগুলো অর্থহীন মনে করে , শিল্পীর ব্যক্তি সত্তা ও চেতনার সাথে সমাজ চেতনার যখন সংঘাত শুরু হয় তখন শিল্পীর মানসিকতার এক রোমান্টিক প্রবণতা জাগে , যে প্রবণতায় সে মিষ্টি মধুর 'নাইটিঙ্গেলের' মতো কল্পনার বিলাসী ডানায় ভর করে উড়ে যেতে যায় । কিন্তু বেদনা বিদ্ধ তাকে সে কর্দমাক্ত মাটিতে ঝরে পড়ে । মৃত্যুকালীন সে গীত 'Swan Song' এ লুকিয়ে থাকে জীবন যন্ত্রণার সাথে অনির্দিষ্ট জগতের প্রতি এক অপূর্ব মমত্ব বোধ । যেন শিউলি ফুল সারা রাত সুগন্ধ বিস্তার করে সূর্যোদয় দেখবে বলে নৈশ প্রহরীর মতো জেগে থাকে সারা রাত । কিন্তু প্রভাতে সূর্যোদয়ের আগেই পৃথিবীর মাটিতে ঝরে পড়ে । কিন্তু মৃত্যুজনিত সুগন্ধী দিয়ে যায় শেষ অবধি ।

এই জীবন বেদনার অভিব্যক্তিই ছোটগল্পের প্রাণবন্ত রূপ । চেকভ , আলফঁস দোদে , ন্যাথানিয়েল হথর্ন , মোপাঁসা সকলের জীবনের ব্যথিত বেদনায় রসঘন রূপে অটোল ভাবে গড়া ছোটগল্প ।
John Cournons বলেছেন , 'Brevity and natural lemitations give the short story a precison as an art, beside which the art of the novel seem rambling and formless, standing as a single crystalline episode or experience the short story bears, perhaps, the same relation to the novel as a single parable to the whole gospel.........The parable is indeed a fragment, but is a complete fragment, and if it is cumulation of truth, it is still better the essence of all truth and it is not less than the whole of which it is a fragment". ২

উপন্যাসকে পৌঁছুতে হবে তার পূর্ণতায় তা সে কাহিনীগত সমাপ্তিতে যাত্রা করুক অথবা দর্শন গত অনুভূতিতেই তা শেষ হোক । আর ছোট গল্পকে জীবনের বিশাল প্রান্তর হতে একটি অনুভূতি বা ঘটনাকে বেছে নিয়ে তাকে সমাপ্ত করতে হবে আচমকা । সমাপ্তির পর অনুভূতির অজস্র প্রশ্ন থাকবে । এ যেন মুহূর্ত মধ্যেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতোই দৃষ্টির সামনের দিগন্তে উদ্ভাসিত হবে ।

এই ভাবনার পরিমণ্ডলে ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে বিকশিত হয়েছিল । রবীন্দ্র নাথ এর ভিত্তি ভূমিকে দৃঢ় করে তুলেছিলেন । ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক অভূত পূর্ব সাহিত্য চেতনার জন্ম দিয়েছিল । এই চেতনার প্রাচুর্যের ফসল ছিল কাব্য ও কবিতা ও গান । ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্র নাথের হাত দিয়ে এই আন্দোলন মুখী গল্প আমরা পাইনি । কিন্তু সমকালীন সমস্যার ছোঁয়া তাঁর গল্পে ছিল । বরং উপন্যাসের মধ্যে স্বদেশী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কোন পেয়েছি । তবুও স্বদেশী যুগের চেতনায় কিছু গল্পের ফসল উৎপন্ন হয়েছিল বিভিন্ন মানসিকতাকে কেন্দ্র করে । কখন সমর্থক , কখন ব্যঙ্গাত্মক , কখন বা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন । এই গল্পের সীমারেখা ক্ষুদ্র হলেও জন মানস চিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল । বিক্ষুব্ধ মুখর বাংলার পটভূমিতে রাজনৈতিক চিন্তাধারার গল্প লেখার প্রবণতা মোটামুটি এখান থেকেই তার সূত্রপাত ঘটেছিল । ইঙ্গিত দিয়েছিল সেই আন্দোলন ক্ষুব্ধ জীবনবোধের ও অভিব্যক্তির ।

।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ।।

প্রভাত কুমার তাঁর সাহিত্য জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রতিভার ছোঁয়া দিয়েছেন। তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে যশস্বী হয়েছেন ছোট গল্পের ক্ষেত্রে। প্রভাত কুমারের যৌবন দীপ্ত কাল ছিল বাংলায় নবজাগরণের ক্ষণ। মানুষের শিক্ষাধর্ম, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্র সর্বত্রই এক গভীর প্রভাব দেখাদিয়েছিল। সামাজিক তমসা একেবারে দূরীভূত হয় নি। উষালগ্নের মুহূর্তে আলো আঁধারির সমাজে প্রভাত কুমারের আগমণ।

বিংশ শতকের প্রারম্ভেই দেশকাল উদ্দীপিত হলো রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে। সুরেন্দ্রনাথ বললেন Lord Curzon has divided our province, he has sought to bring about the disintegration of our race, and to destory the solidarity of our popular opinion. Has he succeeded in his novel indeavour ? He has still better than he knew ; he has laid broad and deep foundation of our national life ; he has stimulated those forces which contibute to the upbuilding of nations ; he has made us a nation ; and the most reactionary of the Indian Viceroys will go down to the posterity as the architect of the Indian national life. ৩

এই আন্দোলনের পথ ধরে শুরু হয় বয়কট , স্বরাজ , স্বদেশী আন্দোলন । বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সংকল্প ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের অঙ্গীকার ছিল এই আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্য । বিনয় সরকার বলছেন , " ১৯০৫ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর , এই সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ বিপ্লব । এ একটা খাঁটি যুগান্তর ।" ৪

এই আন্দোলনের প্রভাবও প্রভাত কুমারের লেখায় প্রতিধ্বনিত হলো । সুকুমার সেন বলছেন , " সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও প্রভাত কুমারের গল্পে ঢেউ তুলিয়াছে । বিধবা বিবাহ , অসবর্ণ বিবাহ , স্বদেশী আন্দোলন , বোমা ডাকাতি , নন কোঅপারেশন সবই তাহার গল্পে রস ও রসদ জোগাইয়াছে ।" ৫ যেহেতু এই স্বদেশী আন্দোলন দেশবাসীর মনোজীবনে সক্রিয় ছিল , প্রভাত কুমারও এই আগ্নিকে নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন ঘটনা প্রবাহ জনিত সাহিত্য কর্মে ।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তিনি রচনা করলেন গল্পের সংকলন ' দেশী ও বিলাতী ' । প্রকাশকাল আশ্বিন , ১৩১৬ (১৫ই অক্টোবর , ১৯০৯)। স্থান গয়া । এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশের নির্দেশ : - দেশী — (১) আমার উপন্যাস (প্রবাসী , আশ্বিন , ১৩১৩), (২) বিবাহের বিজ্ঞাপন (প্রবাসী , বৈশাখ , ১৩১২) , (৩) আধুনিক সন্ন্যাসী (প্রবাসী , মাঘ , ১৩১১) , (৪) এক দাগ ঔষধ (ভারতী , পৌষ , ১৩০৮ সংখ্যায় ' পতন ' নামে প্রকাশিত হয়) , (৫) স্বর্ণ সিংহ (প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ , ১৩১২) , (৬) প্রতিজ্ঞা পূরণ (ভারতী , ভাদ্র , ১৩১১), (৭) উকিলের বুদ্ধি (প্রবাসী কার্তিক , ১৩১৪) , (৮) হাতে হাতে ফল (প্রবাসী , শ্রাবণ , ১৩১৫), (৯) খালাস (প্রবাসী , ভাদ্র , ১৩১৪) , (১০) প্রত্যাবর্তন (প্রবাসী , বৈশাখ , ১৩১৬) ।

বিলাতী — (১) মুক্তি (প্রবাসী , আষাঢ় , ১৩১২) , (২) ফুলের মূল্য

(প্রবাসী , ভাদ্র , ১৩১২) , (৩) পূর্ণিমিলন (প্রবাসী , কার্তিক , ১৩১২) , (৪) প্রবাসিনী (প্রবাসী , আষাঢ় , ১৩১৬) ,

' আমার উপন্যাস ' গল্পটি প্রভাত কুমারের মূলত রোম্যান্টিক প্রেম - মিলনের কাহিনী । ডাক্তারী পাস নব্য যুবক হারাধনের ' ডাক্তার ' হওয়ার মানসিকতার চাইতে উপন্যাসের নায়ক হওয়ার ইচ্ছা ছিল প্রবল । অভিভাবকেরা বিবাহের কথা উত্থাপন করলে হারাধনের " নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়োই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল । .... পূর্বরাগবর্জিত অ্যাডভেঞ্চার লেশহীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না । " ৬ পরে এই গল্পে হারাধন পাচক ঠাকুর হয়ে কাশীকান্তর বাড়ীতে চাকুরী গ্রহণ ও তার কন্যা প্রিয়ম্বদার সাথে রোম্যান্টিক ভাবে বিবাহের মাধ্যমে গল্প শেষ হলেও , স্বদেশী আন্দোলন বা তদানীন্তন পরিবেশকে কয়েকটি ঝলকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন ।

' আনন্দমঠের ' প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গল্পে মন্তব্য করেছেন , " সেই বৎসর নূতন ' আনন্দ মঠ ' বাহির হইয়াছে । আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন , পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন । তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন ' সন্তান ' , চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন । গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবক গণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছু বলিতেন না , — আশা দিতেন , বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন । " ৭ সেই যুগে স্বদেশী ব্রতের বালক যুবকদের কারারুদ্ধ করে দেশীয় বর্গজি শাসকেরা কিরূপে কর্মোদ্যমের আশা করতেন সেই ভাবনাকে তিনি স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন , " ..... দাদা মহাশয় এখন পূর্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকদ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে । " ৮

'উকিলের বুদ্ধি' গল্পটির পটভূমি স্বদেশী আন্দোলন। সুবোধ চন্দ্র বুদ্ধিমান উকিল। কিন্তু বুদ্ধির বরাতেও ওকালতি জমল না। দিনাশ শাহীতে জীবন কষ্টকর হয়ে উঠল। স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রী করে সংসার চালানোও দুঃসহ হয়ে উঠল। এমন সময় তার শহরে এলেন ফুলার সাহিব। বন্ধুর কাছে জানতে পারলেন ফুলারকে সম্বর্ধনা দিতে রাজী নয় শহর। সরকারী উকিল পদ প্রাপ্তির লোভে সকলের মুখে 'দেশদ্রোহী'র বিশেষণ শুনে, খবরের কাগজে গালাগালি খেয়ে ফুলারকে সম্বর্ধনা দিয়ে অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ তিনি গ্রহণ করলেন। "উকিলের বুদ্ধি গল্পের নায়ক সুবোধ আন্দোলনের মত্ততাকে নিজ চাকুরী লাভের সুবিধার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছে। সে যে স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে অথবা ইংরাজ দমন নীতির স্বপক্ষে তাহা নহে। কিন্তু সর্বাগ্রে নিজ অস্তিত্ব রক্ষাই কর্তব্য ইহাই তাহার বিশ্বাস।" ৯

গল্পটির পটভূমিতে স্বদেশী যুগের এক বাস্তব চিত্র গড়ে উঠেছে। সুবোধ বাবু এখন দারিদ্র পীড়িত। তাই গুড় দিয়ে চা পান করেন। "স্বদেশীর এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন — দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশাই। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা আসার চিনি।" ১০

সুবোধ বাবু তার বন্ধু জগৎ প্রসন্নের সাথে মিলে ফুলারের সম্বর্ধনায় একটি কবিতা রচনা করল। স্বদেশী যুগে দেশবাসী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ইংরেজ তাদের যে কোন রূপে একটা কবিতা লিখে ছেপে দিলেও তাতে যে তাদের মনে সম্ভ্রম বাড়ে এই ধারণার প্রতি প্রভাত কুমার বড় সুন্দর বঙ্গোক্তি করেছেন। কবিতাটি এইরূপ —

"Hail Bamfylde Fuller - Lord of half Bengal
How glad are Dinajshahi people all
to Welcome the to their most ancient town
The glorious representative of the crown". ১১

৩০শে আশ্বিন , ১৩১২ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয় । সুবোধ চন্দ্র ভাষণ দিয়ে - ছিলেন , " ভাই বাঙালী – মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত – এ রুধির পাত – যতদিন এর প্রতিবিধান না হয় , ততদিন যেন কোন বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই । " আজ তিনিই যখন ফুলার এর আগমনে গৃহ সজ্জা করছেন জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলে - দের উক্তি ' বঙ্গচ্ছেদের জন্য সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে , এই কি উৎসবের সময় ? " ১২

এই সময়কার পরিবেশ সম্পর্কে ইতিহাসকার বলছেন "There are moments in the life of an Individual as well as of a nation when he is Overwhelmed by an emotion and is guided by an instinct which leads him. he knows, not whither, the goal and direction being determined by his innate character. At such a moment reason halts, judgement is suspended - only a great inspulse moves the nation and carries everything before it. Bengal, in 1905-07, was passing through such a moment. It has no precedent and was strange to Indian politics". ১৩

এই পরিবেশ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির ভূমিকা ছিল প্রখর । তাই ফুলার কে বলতে শুনি " উকিলেরা ভারী রাজদ্রোহী – আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি । তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর ইঙ্গিতে বাঁদর নাচ নাচিতে সম্মত হও নাই । " ১৪

ইংরেজ বিরোধী মনোভাবাপন্ন মানুষেরা ফুলারকে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত ছিল না তার সুন্দর চিত্র লেখক এই গল্পে দিয়েছেন , " বঙ্গভঙ্গ জনিত শোক

ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে । নূতন লাট সাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে । মিউনিসিপ্যালিটির বে - সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজোলিউশন করিয়াছেন । ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই । সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গভর্নমেণ্ট পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন । স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন , তাহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়া গ্রস্ত হইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য নানা স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন । কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব রেজিস্ট্রার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় , জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি ' আঞ্জুমান - ই - ইস - লামিয়া ' সভা গঠিত হইয়াছে — সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাট সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে । দুঃখের বিষয় , আঞ্জুমানের বে - সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজী ভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না । দরবারে অভিনন্দন পত্র পাঠ করে কে ? এই বিষম সমস্যার বিষয় তার যোগে অবগত হইয়া ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজী জানা পারিষদকে দিনাজ সাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন । " ১৫

সুবোধ বাবু যখন ' ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট ' এর পদলাভের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল মর্মান্তিক । " আমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্ছে না । দেখ , এই একমাস জাল - স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে । পুলিশে চাকুরী নিলেত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে । কে কোথায় বিলিতি নল ফেলে দিয়েছে — যাও তাকে ধর । কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতরম বলছে তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি । সে ত ভাই আমি পারব না । " ১৬ " ইংলিসম্যান"যে তখন সরকারী মুখপত্র ছিল লেখক সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন , " ইংলিসম্যানেরও পয়রা গভর্নমেণ্টের চিঠিরই সমান । " ১৭

' আধুনিক সন্ন্যাসী ' গল্পটি এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর । জাল চেক ভাঙানোর অপরাধে গ্রেপ্তার হন । ছাত্র রাজীব লোচন সাধুর ইংরাজী সাহিত্যের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিতে গদগদ ছিল । পরে তার সে ভুল ভাঙে । স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি সাধুর

একটি উপদেশ এই গল্পে আছে যা তিনি ছাত্র রাজীব লোচন কে বলেছিলেন , " তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া লইয়া যাইও । যদি দেশী পাও তো বিলাতী কিনিও না , কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহ বদর্ধন করা আমাদের সকলের কর্তব্য । " ১৮

' হাতে হাতে ফল ' গল্পটিতে স্বদেশী আন্দোলনের একটি বিশেষ দিককে লেখক উন্মোচন করেছেন । স্বদেশী যুগে পুলিশের পক্ষ হতে কি ভাবে সাধারণ মানুষের উপর ' স্বদেশী ' সন্দেহে অত্যাচার করা হতো তার নির্মম চিত্র লেখক অঙ্কিত করেছেন । সাধারণ ছেলেদের উপর কি ভাবে মিথ্যা মামলা সাজানো হতো তার প্রক্রিয়া বড় পরিষ্কার । হরগোবিন্দ বাবু সরকারী ডাক্তার হলেও মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন । দারোগা বদন চন্দ্র নিজের চাকরি বাঁচাবার জন্য সাহেবকে মারার মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য হরগোবিন্দকে বাধ্য করার চেষ্টা করে । ডাক্তার বাবু এ হেন নীচ কার্য্যে অসম্মতি জানালে দারোগা বদন চন্দ্র ডাক্তার হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করে । এবং ডাক্তার হরগোবিন্দের ছেলে দুটোকে সাহেবকে মারার ঘটনায় মিথ্যা ভাবে জড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবে । " ছেলে দুটোকে ত এখনি ধরে আনছি কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে । ওর নামে একটা মোকদ্দমা খাড়া করতে হচ্ছে । চোরাই মাল রাখে — ডাক্তার চোরেদের কাছ থেকে অল্প মূল্যে চোরাই মাল কেনে । খানা তল্লাশী করে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাই মাল বের করে ফেলব এখন -- তার কৌশল আছে । হাকিমের বিশ্বাস হবে ত ? হবে না আবার ? দারোগা হল ডেপুটি বাবুদের গুরু পুত্তুর । .... পুলিশ সাহেব দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট করান— অমনি ডেপুটি বাহাধনের তিনটি বছর প্রোমোশন স্টপ । " ১৯

এই দারোগা যে কতখানি শিক্ষিত (?) তা তার রিপোর্ট তৈরীতে প্রভাত কুমার বড় সুন্দর বাস্তোক্তি করেছেন , " রিপোর্ট দেস্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয় চন্দ্র কলকাতা বীডন স্কোয়ার হাঙ্গামাতে শামিল ছিল সে এখানে আসিয়া

একটি লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র শুসীল চন্দ্র অল্প বয়স্ক হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটী ঢীল ছোঁড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য সাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুড়িবে । " ২০

দারোগাবদন চন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট হতে সার্চ ওয়ারেন্ট পাওয়ার পর যে ভাবে তল্লাসী শুরু করেছিলেন তাতে তদানীন্তন পুলিশের অত্যাচারের নিদর্শন মেলে ।

" থানা তল্লাসী আরম্ভ হইল । কনেষ্টবলদের দারোগা বলিলেন , সমস্ত বাক্স তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয় ।" যেগুলির চাবি মিলিল সে গুলি খুলিয়া , বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিস পত্র ঢালিয়া ফেলা হইল । দারোগাবাবু জুতোর ঠোক্কর মারিয়া মারিয়া সেগুলো বিক্ষিপ্ত করিয়া ' তল্লাস ' করিতে লাগিলেন । শাল , আলোয়ান , ঢাকাই শাড়ী , শান্তিপুরী শাড়ী , কোর্ট , কামিজ , শেমিজ , বডিস , মোজা , রুমাল প্রভৃতি দারোগা বাবুর জুতার ঠোক্করে চারিদিন ছিড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল । ডাক্তার বাবুর বধূ মাতার বাক্স হইতে অজয় চন্দ্রের হস্ত লিখিত এক বান্ডিল পত্র বাহির হইল , তাহা দেখিয়া দারোগাবাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন । কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পনে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন । পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলমারি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক তল্লাসী হইল । ডাক্তার বাবুর প্রেস্ক্রিপসন বহি , তিনটা চিঠির ফাইল , বাজার খরচের হিসাব বহি , সুরেন্দ্রবাবুর বাঁধানো ছবি , বিপিন পাল , লাজপত রায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিক পত্র — সমস্তই দারোগা বাবু ধৃত করিয়া লইলেন । অতঃপর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন গদি বালিস গুলো কাটত । অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায় । " ২১

যে ডাক্তারকে শায়েস্তা করার জন্য দারোগার এ হেন অমানবিক কার্যকলাপ , এত পরিকল্পনা , অথচ সেই ডাক্তারের চিকিৎসাতেই দারোগার মৃত্যুমুখ হতে ফিরে আসার ঘটনায় কাহিনী সমাপ্ত ।

' খালাস ' গল্পের পটভূমিতেও আছে স্বদেশী আন্দোলনের পরিবেশ । এই গল্পে স্বদেশী মোকদ্দমার বিচারক ডেপুটি নগেন্দ্রবাবু মানসিক দিক দিয়ে দ্বিধা বিভক্ত । একদিকে তার কর্মের প্রতি ভক্তি , উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ভয় , চাকুরীতে সুবিধা লাভের ভাবনা , অন্যদিকে দেশবাসী ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মমত্ব বোধ ও স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি তাঁর মনোভাবনাকে দ্বিধা - দীর্ণ করে তুলেছে । মিথ্যা মামলায় স্বদেশী বালকদের শাস্তি দেওয়ায় তার হৃদয়ে অনুশোচনা হয়েছে । " পবিত্র আসনে বসিয়া , জানিয়া , শুনিয়া আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন । ..... বহু বর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল , ধর্মবুদ্ধি , বুদ্ধি বিবেক , কর্তব্য নিষ্ঠা — শুধু পদোন্নতির জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন । ছি ছি পূর্বকালে অর্ধ শিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত তাহাদের মার্জনা ছিল । সুশিক্ষা অভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্নমেন্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধি স্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন । তাহার কি মার্জনা আছে ? " ২২

আত্ম বিবেক ও পত্নীর আদর্শ নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তিনি কর্ম হতে অব্যাহতি নিলেন । মানসিক অবসাদ ও পরাধীনতার কর্ম প্রবাহ মুখী বন্দী জীবন হতে তিনি খালাস পেলেন । তার অন্তরের দেশ প্রেম জয়ী হলো । " যখন তিনি কংগ্রেসে চাঁদা দেন , তখন তিনি প্রকৃতই ' স্বদেশীর স্বপক্ষে ' ছিলেন এমন কথা হলফ করে বলা যায় না । স্বদেশী শ্যালক - শ্যালিকার কাছে মান বাঁচানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । যদি দেশ প্রেমের তাগিদে দিতেন তাহলে নিজের নাম প্রকাশে এমন কুণ্ঠিত হতেন না । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র নাথের ' রাজটিকা ' (১৩০৩) গল্পের নবেন্দু শেখরকে মনে পড়ে । সাহেব ভক্ত নবেন্দু শেখরও এইভাবে অবস্থার গতিকে কংগ্রেসে চাঁদা দিয়েছিল , কিন্তু তখনো তাঁর মানস জগতে তেমন কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় নি । " ২৩

' খালাস ' গল্পে প্রভাত কুমার স্বদেশী যুগের অনেক প্রাসঙ্গিক চিত্রকে বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন । নগেন্দ্রবাবুর শ্যালক ও শ্যালিকাদের সাথে আলোচনা

কালে বলছেন , " তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদ সিংহে স্বদেশী ঢের বেশী চলছে । প্রকাশ্য ভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য । এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে । .... পুলিশকে তারা তোড়াই কেয়ার করে । বৈকালে বাজারে বেড়তে বেড়াতে দেখেছি , পুলিশ ঘুরছে , আর ছেলেরা বলছে এজি এজি সিপাহী , দেখো হাম পিকেট করতা হ্যায় — আর পিকেটিং করছে । " ২৪

স্বদেশী কিশোরদের চাঁদা তোলায় সততার চিত্র এই স্থানে পরিস্ফুট । তাদের অন্তরের দেশ গানের চিত্র প্রভাত কুমার তুলে ধরেছেন —

কে কোথা আছিস জনম ভূমির
ভকত সন্তান ,
মার পূজো হবে , আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান ।
কার আছে সোনা কার আছে রূপা
অঞ্জুলি ভরিয়া আন ,
ও ভাই , এমন সুদিন কবে আর পাবি
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ ,
যার বেশী নাই দিক সে কিঞ্চিৎ
ছেড়ে লাজ অপমান ,
যার কিছু নাই সে দিক কেবল
ব্যথিত হৃদয় খান । ২৫

বিদেশী দ্রব্যের প্রতি স্বদেশী বালকদের অভিব্যক্তির একটি চিত্র তিনি এঁকেছেন । " ছেলেরা বলিল , ভাই এ টিনটাকে ' বন্দেমাতরম ' করা যাক এস । বলিয়া টিন

খুলিয়া , বিস্কুট গুলো রাজপথে ছড়াইয়া দিল । তখন সকলে ' বন্দেমাতরম ' এবং ' বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত ' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল । দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ন হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল । একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তাল তোবড়া করিয়া এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেনে ফেলিয়া দিল । " ২৬

জাতীয় দলের বালকেরা যখন জার্মানের আদেশ পেল তখন তাদের দেশ ভাবনা উচ্ছ্বাসের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন , " এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণ রবে ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি করিয়া উঠিল । কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া , তাহাতে বালক ত্রয়কে বসাইয়া , ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া শহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল —

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন ততই টুটবে । " ২৭

' পোষ্ট মাস্টার ' গল্পের মূল কাহিনী স্বদেশী আন্দোলন মূখী নয় । গ্রামের পোষ্ট মাস্টার বিমল অপরের প্রেম পত্র চুরি করে পড়ে এবং সেই সঙ্কেত অনুসারে গোপন অভিসারে ধরা পড়ে ও প্রহৃত হয় । এ ঘটনায় সুযোগ নিয়ে তিনি রটিয়ে দিলেন যে স্বদেশী ডাকাতরা পোষ্ট অফিস লুঠ করেছে । তদানীন্তন আমলে বিপ্লবীদের কার্যকলাপে পোষ্ট অফিস লুঠ ছিল । তাই সকলেই পোষ্ট মাস্টারের কথা বিশ্বাস করল । এবং বিমল আত্ম প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল , এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্নমেন্ট তাহাকে ইনস্পেক্টার পদে উন্নীত করিয়া দিলেন । " ২৮

' রেলে কলিদন ' স্বদেশী যুগের চিত্রকে এক বালকে দেখিয়ে ছাত্র জবানবন্দীতে আপন মনো ভাবনা লেখক ব্যক্ত করেছেন । অটল বিহারী কলেজের ছাত্র । স্বদেশী

আন্দোলনে যুক্ত । অটলের উক্তি , " বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ পড়িতেছিলাম , এমন সময় বঙ্গভঙ্গের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল । পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া সভা সমিতিতে ছুটাছুটি , ফেডারেসন হলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ , এবং স্বদেশী বস্ত্রের মোট কাঁধে করিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে লাগিলাম । দুই একটা সভায় বক্তৃতা করিবার পর , সুবক্তা বলিয়া কিছু খ্যাতি অর্জন করা গেল । মনে আছে বীডন উদ্যানে এক সভা অন্তে স্বয়ং সুরেন বাঁড়ুয্যে আমার পিঠ থাবড়াইয়া বলিয়া ছিলেন , " জিতা রও বাবা । " এমন সময় কলিকাতা ইউনিভারসিটির নাম হইয়া গেল ' গোলাম খানা ' । কে একজন একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে ' গোলাম খানা ' লিখিয়া সেনেট হাউসের দেওয়ালে আটিয়া দিয়াছিল । সুতরাং অনেকের সঙ্গে আমিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া , ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম । " ২৯

কিন্তু এই গল্প শেষ হয়েছে রোমান্টিক প্রেমের গল্পে । এই অটল ট্রেনে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । বিধ্বস্ত রেলগাড়ীতে আহত অবস্থায় পড়ে ছিল গুজরাটী বালিকা সরস্বতী । অটলের আহত অবস্থায় গড়ে উঠল তার সাথে প্রেম । " মানুষের মনের গতি বিচিত্র , মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়াও তাহার এই নারী হস্তের মমতা মাখা সেবায় আমার মনে মধুর ভাবের সঞ্চার হইল । বলিলাম " এস্ত্রী , যদি আমরা বাঁচি , তুমি আমায় বিয়ে করবে ? বলিয়া আমি তাহার হাত খানি ধরিলাম । সে বলিল , আচ্ছা । " ৩০ গল্পের শেষ লাইন " স্বদেশীর কৃপায় , আমার দোকান দিন দিন বেশ গুলজার হইয়া উঠিতে লাগিল । " ৩১

' সম্পাদকের আত্ম কাহিনী ' তে স্বদেশী যুগের পটভূমিকে বড় অভাবনীয় ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । এই গল্পের মধ্যে সম্পাদকের বহিরাবরণে আত্মিক সাহসের ভাবনা আর ' ডিপোর্ট ' হওয়ার ভয়ে অন্তরে যে কাপুরুষতা তা তিনি সুন্দর

ভাবে এঁকেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যে সাহিত্যকে স্পর্শ করেছিল তার বিশদ বিবরণ এখানে আছে। " ..... তখন স্বদেশী আন্দোলন পুরাদমেই চলিতেছে। বঙ্গ সাহিত্যের মরা গাঙ্ডেও ভাবের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে – আমিও 'আর্য্যশক্তিতে' উদ্দীপনা পূর্ণ বহু প্রবন্ধ কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোল-দীঘি, বিডন বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে, কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল প্রভৃতি জন নায়ক গণ দেশান্তরিত হইয়াছেন, আবার গুজব উঠিয়াছে, সিমলা শৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে – আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।" ৩২

'আর্য্যশক্তি' স্বদেশী প্রবন্ধ বার করে। নবীন লেখক এসে বলেন 'আর্য্য-শক্তির মত পত্রিকা থাকলে দেশ উদ্ধার হতো। স্বদেশী আন্দোলনকে আর্য্যশক্তিই জাগিয়ে রেখেছে।' আরেকটি চিত্র "কলেজের ছেলেদের মধ্যেও আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক। আগে তত ছিল না। স্বদেশী প্রবন্ধ গুলো যে সময় থেকে বেরুতে আরম্ভ করেছে – সেই সময় থেকে কলেজের ছেলেরা খুব গ্রাহক হচ্ছে।" ৩৩

অথচ পত্রিকায় জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ব্যক্তিগত জীবনে জেলে যাওয়া পুলিশের ডিপোর্ট লিস্টে নাম উঠার সম্ভাবনা থাকলে যে ভীরুতা ও দৌর্বল্য সেটা সে যুগের কিছু মনের লোকের মধ্যে ছিল লেখক তার সাবলীল ইঙ্গিত দিয়েছেন, " ..... জেলকে আমার এত ভয় কেন ? ... প্রথমত জেলে ধর্ম্ম বিচার নাই, জাতি বিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করি না। জেলে আমি সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য কুশাসনই বা পাইব কোথায়, একটু গঙ্গা-জলই বা আনিয়া দিবে কে ? দ্বিতীয় কারণ – বিধবা হইতে আমার ব্রাহ্মণীর ঘোরতর আপত্তি। দীর্ঘ কাল কারাদণ্ড হইলে আমি জীবিত অবস্থায় জেল হইতে বাহির হইব না নিশ্চয়। .... এই দুইটি বাধার জন্য জেলে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা।" ৩৪

' মাদুলী ' গল্পের পটভূমি স্বদেশী যুগের। গল্পের প্রধান চরিত্র রাইচরণ – বিদেশী বস্ত্রের আগমণে এক দরিদ্র ও নির্যাতিত তাঁতি। এই তাঁতির জীবনে আসে স্বদেশী দেশ সেবক। প্রভাত কুমার এই স্বদেশী দেশ সেবকদের অতি উগ্রতাকে ব্যাঙ্গ ভরে প্রকাশ করেছেন। স্বদেশী যুবক মানেই যে ত্যাগ ব্রতী ও নিষ্ঠাবান এ রূপ চিত্র তিনি এই গল্পে আঁকেন নি। অনেক দেশ সেবক খ্যাতি ও প্রশংসার জন্য এ পথ বেছে নিত। এখানে রাইচরণ দরিদ্র তাঁতিকে দিয়ে কি ভাবে তার কার্য্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিল তার বিবরণ এখানে পাই। গল্পের পাশাপাশি বিদেশী বস্ত্র কিভাবে দেশীয় তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করছে তা স্বল্প কথায় তিনি তুলে ধরেছেন।

" কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি, সে সকল কথা এখন স্বপ্নের মতো — উপকথার শ্রেনী ভুক্ত। দেশে বিলাতী কাপড়ের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যাবসায় মাটী হইল ক্রমে তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িল।" ৩৫

আরেকটি চিত্র, " ..... কাপা পাঁচ টাকা কে দেবে ? আর কি সে দিন আছে ? দু টাকা জোড়া বিলাতী ধুতির জমিটে একবার মিলিয়ে দেখ দেখি, সে ছেড়ে আড়াই টাকা জোড়া দেশী কাপড় কে কিনবে বাপু ?" ৩৬

স্বদেশী প্রচারকেরা কিভাবে স্বদেশীর ব্যাখ্যান করতো তার চিত্র এই গল্পে আছে। " যুবক বলিলেন – কেঁদ না রাই চরণ – কেঁদ না। তোমাদের দুঃখের রাত পুইয়ে এসেছে। স্বদেশী জিনিষের প্রতি ক্রমেই লোকের ভক্তি বাড়ছে। শীঘ্র এমন দিন আসবে যখন কাপড় বুনে তোমরা কুলিয়ে উঠতে পারবে না। দেশের শিল্পের উপর, বিশেষতঃ তাঁতের উপর, ভগবানের শুভ দৃষ্টি পড়েছে। তাঁতির কান্না শুনে ভগবানের আসন টলেছে।" ৩৭

স্বদেশী যুবক যখন স্বদেশী প্রচার করেন তখন সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেন,

" সেবার গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে বেরিয়ে ছিলাম , তাই সন্ন্যাসীর বেশে এসেছিলাম । " এই স্বদেশী যুবকের কথা মতো প্রতারিত করা অর্থ নিয়ে রাইচরণ স্বদেশী তাঁত কারখানা বসাতে অস্বীকার করল তখন " মূর্খ – নরাধম-দেশদ্রোহী বলিয়া সবুট পদাঘাতে রাইচরণকে ধরাশায়ী করিয়া যুবা রজনীর অন্ধকারের মধ্যে মিলায়ে গেল । "

অন্তিম লাইনে লেখক তাঁর খেদোক্তি প্রকাশ করে বলছেন , " এই নগন্য নিরক্ষর তাঁতিকেই নিজ প্রিয় সন্তান জ্ঞানে ভারতমাতা বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন । " ৩৮

' জামাতী বাবাজী ' গল্পে একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন হতে জাত বিপ্লবী কর্মক্ষেত্রের পূর্বাভাষ । এই গল্পে নব বিবাহিত যুবক পূর্ণচন্দ্র কলকাতার কলেজে পড়ত । হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ হয় । পরে সে স্ত্রীকে একটি চিঠিতে জানায় যে জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার জন্য সন্তান ধর্ম গ্রহণ করেছে । চিঠির ভাষা — " আমরা কয়েকজন যুবক মিলিয়া সন্তান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি । ... জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করাই সন্তানের জীবন ব্রত ।

' আমি দল গঠন করিয়া আপাততঃ গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি । কবে কোথায় থাকি , কিছুরই স্থিরতা নাই ।

' মার শৃঙ্খল যত দিন না ভগ্ন করিতে পারি , ততদিন আমাদের গৃহ - সংসার নাই , পিতা - মাতা নাই , স্ত্রী - পুত্র নাই — কিছুই নাই । আছে কেবল দেশ । ..... এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদযাপন করিতে পারি , তবেই গৃহে ফিরিব , তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হইবে , আবার আমি সংসারী হইব , নচেৎ এই শেষ । " ৩৯

সন্তান দলের মতো সে নাম ধারণ করেছিল ' পূর্ণানন্দ ' ব্রহ্মচারী রূপে । কিন্তু আনন্দ মঠের অনুকরণে সন্তান ধর্মে দীক্ষিত পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি । ডাকাতি করতে গিয়ে শ্বশুর এবং মামা শ্বশুর যিনি দারোগা ছিলেন তাদের হাতে ধরা পড়ে । প্রাণ বাঁচানো ও জেল হতে বাঁচবার ভয়ে পূর্ণানন্দ সুবোধ বালকের মতো প্রতিজ্ঞা করে সে আর স্বদেশী করবে না এবং মন দিয়ে পড়াশুনা করবে ।

এই ' জামাতী বাবাজী ' গল্পের ক্যানভাসে সে সময়কার অনেক ছবি ধরা পড়েছে ।

" দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল । প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্বদেশী ওয়ালাদের কর্তৃক খুন বা ডাকাতির সংবাদ বাহির হয় । .....

..... একদিন ভীষণ সংবাদ পাঠ করিলাম । মজফরপুরের উকীল কেনেডী সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা স্থানীয় জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে রাত্রে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতে ছিলেন , কে বা কাহারা বোমা মারিয়া কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে মেম দুয়কে হত্যা করিয়া পলাইয়েছে – জোর তদন্ত চলিয়াছে । ..... ইহারই কিছুদিন পরেই কাগজে দেখিলাম , কলিকাতার মুরারী পুকুর বাগানে পুলিশ এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে , বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে , ঐ ব্যাপারে দেশ ব্যাপী খানাতল্লাসী চলিতেছে । " ৪০

পুলিশের আত্মকথায় স্বদেশী যুগে পুলিশের সম্পর্কে জনমানসের ধারণা এই গল্পে প্রকাশিত । পুলিশ ইন্সপেকটর হরেন বাবু বলছেন , " আমাদের হয়েছে দাদা শাঁখের করাত । স্বদেশী ওয়ালারা মনে করে পুলিশ তাদের পরম শত্রু । আবার গভর্নমেন্ট মনে করেন , আমরা তলেতলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সহানুভূতি করি । " ৪১

' জামাতা বাবাজী ' তে প্রভাত কুমার একদিকে যেমন স্বদেশী যুগের পথভ্রষ্ট রোম্যান্টিক যুবকদের চিত্রে হাস্যরস দিয়েছেন তেমনি তিনি এই আন্দোলন সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করেছেন । তাই জামাতা বাবাজী যখন চিঠি দিয়ে জানালেন স্বদেশ ব্রত গ্রহণ করেছেন তখন তার শ্বশুর মশায় বলছেন —

" স্বদেশী হয়ে একেবারে গৃহত্যাগ , কেন রে বাপু , এত বাড়াবাড়ি কেন ? স্বদেশী হয়েছিস বেশ তো , মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর , দেশী চিনি কলকচ নুন ব্যাভার কর , বিড়ি খা – কেউ ত মানা করছে না । একেবারে গৃহত্যাগ , পত্নীত্যাগ ! " ৪২ এ কথা যেন শ্বশুরের নয় প্রভাত কুমারের নিজস্ব উপলব্ধি ।

" বি.এ পাস কয়েদী " গল্পে স্বদেশী ডাকাতের প্রসঙ্গ এসেছে । স্বদেশী ডাকাতিতে ধরা পড়ে শরৎ বাঁড়ুজ্যে জেলে বন্দী হল । স্বদেশী ডাকাতদের বেশী এক জেলে রাখতে সাহস করত না ইংরেজ সরকার । তাকে পাঠানো হয় বক্সার জেলে । স্বদেশী ডাকাতদের উপর ইংরাজ সরকারের কি রূপ ক্রোধ এবং তারা কেন ডাকাতি করত তার বিবরণ মোক্ষদার মুখ হতে আমরা পাই ।

" ..... গর্ভনমেন্ট অন্যায় করে ওকে জেলে পুরেছে । বি.এ পাস করে ঢাকা জেলার কোন হাস্কুলে নাকি ও হেড মাস্টারি করত । সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল । সেই গ্রামের আর আশে পাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বার ছিল । ও ছিল সমিতির সভাপতি । কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বললে , তার কাপড়ের দোকান ছিল । ওরা বারবার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলিতি কাপড় আমদানী করে দোকানে বিক্রী করছিল । টাকার মহাজনীও করতো । গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জ্যোৎ - জমা নীলাম করে নিয়ে তাদের সর্বনাশ করতো , এই রকমে সেই সাহা পোড়ার মুখো অনেক টাকা

জমিয়েছিল । স্বদেশীওয়ালারা বারণ করে তবুও সে শোনে না । তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার হিসেবেও বটে , দেশের কাজে লাগাবার জন্য টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে ..... এক রাতে সেই সাহা মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল । তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে । একজন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ করে দেয় । ঐ শরৎ বাড়ুয্যে , সেই সমিতির সর্দার ছিলকিনা তাই গভর্নমেণ্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিয়েছে , নইলে ও নিজে ডাকাতি করে নি । ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না । " ৪৩

' ভুল ' গল্পটি রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প । কিন্তু নায়িকার পিতা ছিলেন দেশীয় খ্রীষ্টান । স্বদেশী আন্দোলন তাঁদের প্রাণেও সাড়া জাগিয়েছিল । তারই পটভূমি এই গল্পটিতে লেখক উপস্থিত করেছেন ।

" কলেজে পাঠদশাতেই হরিনাথ খৃষ্ট ধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই নয় নিজ নামটারও পরিবর্তন করিয়া মিষ্টার হ্যারি সান্ডেল হইয়াছিলেন । বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে দেশে যখন স্বদেশী ভাবের বন্যা বাহিল , তখন হইতেই তাঁহার এই মতি পরিবর্তন । ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিষ , অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই — যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম — কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত । খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাহাকে যে সাহেব হইতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই — ই বরং তাহা হইতে চেষ্টা করাই স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতা । একদিন কৌতূহল বশতঃ সান্ডেল সাহেব কলেজ স্কোয়ারে বিপিন পালের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন । বক্তৃতাটি শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করিয়া , রুমালে চোখের জল মুছিয়া , গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া সোজা তিনি সোস্যাইটির কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করেন এবং পকেটে যে কয়টি টাকা ছিল তাহা দিয়া মিলের ধুতি ও শাড়ী ক্রয় করিয়া বাড়ী আসেন । বহুকাল যাবৎ তিনি ধুতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বাড়ীতে পায়জামা সুটই ব্যবহার করিতেন । সেদিন

ইংরাজী পোষাক ছাড়িয়া নতুন ধুতি একখানি পরিধান করিলেন। ভাবের আবেশে সেই কোরা ধুতির গন্ধটিও যেন তাঁহার আতর গোলাপের তুল্য মনে হইল।" ৪৪

প্রভাত কুমারের ছোট গল্পের যুগ ছিল বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উত্তেজনার যুগ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন হয়। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বিদেশী বর্জনের আহ্বান, বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রচার, বন্দেমাতরম ধ্বনির সাথে ছাত্রদের বিদেশী বর্জন, কণ্ঠে তখন দেশ ভক্তির গান, সাহিত্যে তখন দেশ ভক্তির জোয়ার, স্বাদেশিক সাময়িক পত্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, স্বদেশী গ্রহণের আবেদন, দেশের পুলিশের নির্লজ্জ আচরণ, বিপ্লববাদের সূচনায় স্বদেশী ডাকাতি, বোমা পিস্তলের রাজনীতি, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু, সবকিছুই ছিল সেদিনের নিত্য আলোচনা। বিদেশী বর্জনে বোম্বাই গোষ্ঠীর লাভ, সকল বস্তুকে জীবন্ত ভাবে প্রভাত কুমার চিত্রিত করেছেন।

"শুধু বিদেশী পন্য বর্জন আন্দোলন নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী শিল্পেরও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এই সকল কাজে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত এই আন্দোলনের জের চলেছিল ছাত্র ও যুব সমাজের ঐকান্তিকতায়, বঙ্গের এমন জেলা ছিল না যেখানে স্বদেশীয় ভাবে লোক অনুপ্রাণিত হয় নি। নেতাদের সকল প্রকার কর্মের ছাত্ররাই ছিল সাধক, স্বদেশী সভা আহ্বান, স্বদেশী সংগীতের শোভা যাত্রা চালনা, বিলাতী মাল পিকেটিং বা এর বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, গ্রামে গ্রামে স্বদেশী বস্ত্র ও মনোহারী সামগ্রী মাথায় করিয়া বিক্রয় প্রভৃতি বিচিত্র কর্মের কর্মী ছিল এই ছাত্র বাহিনী। এই সকল কর্মে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলি ছিল রণ সঙ্গীত তুল্য।" ৪৫

প্রভাত কুমার দরদী লেখক ছিলেন । রবীন্দ্র প্রভাবী প্রভাত কুমার কোন উগ্রতাকে কোনদিন যুক্তি বোধের উপরে স্থান দেন নি । স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক রূপকে তিনি বাস্তব ভাবে তুলে ধরেছেন । তার গল্পে যেমন আছে আদর্শবাদী ব্যক্তিদের কথা , তেমনি আছে উগ্রতার নামে ভীরুদের কথা । সে যুগের চিত্রকে এমন নিরপেক্ষ ভাবে তিনি গল্পের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন যা আর কারও রচনায় মিলে না ।

এই সময় রবীন্দ্র নাথ বলেছিলেন , " ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই । " রবীন্দ্র নাথ বললেন , " সুরেন্দ্র নাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্য ভাবে দেশ নায়ক রূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি । " সুরেন্দ্র নাথের প্রভাব ছিল এই আন্দোলনে অপরিসীম । সবই চিত্র সার্থক ভাবে তিনি তুলেছেন ।

ডঃ প্রমথ নাথ বলছেন , " স্বদেশী আন্দোলন মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় সমগ্র দেশের শিক্ষিত সমাজ মানসে এক সুতীব্র স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের প্লাবন এনেছিল । এইরূপ জাতীয় ভাব উদ্দীপক দেশ ব্যাপী আন্দোলন সম্পর্কে কেউ নিস্পৃহ থাকতে পারেন না । বিশেষত যে আন্দোলন শিক্ষা সমাজ অর্থনীতি ইত্যাদি রাষ্ট্রের সব দিক হতে একটি বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল । কথা সাহিত্যিক প্রভাত কুমারও যে এই কাল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । ..... তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী কালে রচিত তার এই সকল গল্প । " ৪৬

প্রভাত কুমার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে জীবন ও ঘটনা প্রবাহকে দেখতেন । দেশের জাতীয় ভাবকে তিনি উপেক্ষা করেন নি । তিনি তাঁর গল্পে বলছেন , " ধর্ম

মানুষের অন্তরের জিনিষ , অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ নাই – যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম – কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত । " ৪৭ এই স্পষ্ট ভাবনার ব্যাখ্যা তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে আমরা পেয়েছি যেখানে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সার্থক , বাস্তব ও নিরপেক্ষ শিল্পী । এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি - ভঙ্গীই তাঁর জীবন বেদ । তাই তাঁর ছোট গল্পগুলো স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে সাহিত্যের মোড়কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপাদান ।

।। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার ।।

স্বদেশী যুগে বাংলা সাহিত্যের আনকোরা স্বদেশী জিনিষটিকে দক্ষিণা রঞ্জন নিজস্ব প্রতিভা বলে উদ্ভোচিত করলেন । ঢাকা জেলার সাভার - এর কাছে উলাইল গ্রামে দক্ষিণা রঞ্জন জন্মেছিলেন । ইংরাজী সন ছিল ১৮৭৭ । মায়ের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পরম সম্পদ – রূপ কথার রসাস্বাদ । পিসিমা তাঁর সাহিত্য জীবনকে করেছিলেন উদ্ভোচিত । মুর্শিদাবাদেই তাঁর কিশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কাটে । পিতার গ্রন্থাগারে যে সাহিত্য সম্পদ তিনি লাভ করলেন , জীবনের পাতায় সেই অভিজ্ঞতা যেন ধ্রুবী করণের কাজ করল ।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ ' উদ্ধান ' প্রকাশিত হয় ১৯০২ এ । বাংলা দেশে জমিদারী দেখতে গিয়ে তিনি বাঁধার লোক কথা কে আবিষ্কার করলেন । নদী পথে " কাঁপা ছায়া কাঁপিয়ে ' শির বিজুরিক রেহা ' সম এক পানসি এসে শির শিরিয়ে পাশ কাটাল । পানসি থেকে ভেসে আসা গানে জলের বুকে

তখন দ্রুত লয়ের কাঁপন । গান কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে । ভাবাবিষ্ট তিনি সেই গীতিকথার গীতরসে । ..... জলে ভেসে আসা একখানা গান দক্ষিণা রঞ্জনের জীবনের দিশারী হয়ে গেল । এই মনের মানুষকেই তো তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন । ..... বের করে আনলেন হৃদয় রসে জারিত সেই অপরূপ রূপকথা । কবি ও নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিক দক্ষিণা রঞ্জন বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত ' কথা ' সাহিত্যের দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করলেন ! " ৪৮

সুদীর্ঘ কাল একনিষ্ঠ সাধনার মাধ্যমে তিনি বাংলার পল্লী সম্পদ থেকে উদ্ধার করলেন বাংলার লোককথাকে । একে ভাগ করলেন চার ভাগে – গীতিকথা , ব্রতকথা , রূপকথা ও রসকথা । গীতিকথা – ঠাকুর মার ঝুলি , মালঞ্চ মালা , পুষ্প মালা , ব্রতকথা – ঠানদিদির থলে , রূপকথা – ঠাকুর মার ঝুলি , রসকথা – দাদা মশায়ের থলে ।

দক্ষিণা রঞ্জন কলকাতায় এলেন ১৯০৬ এ । বাংলার আকাশ বাতাস তখন উদ্দীপ্ত । স্বদেশী গানের সুর বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে । যুবদের কণ্ঠে ' বাংলার মাটি বাংলার জল ' , পরনে ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হতে উৎপন্ন স্বদেশী মানসিকতার আকাঙ্খা অত্যন্ত তীব্র । দীনেশ চন্দ্র সেনের সহায়তায় বহুদিনের পরিশ্রম সাধ্য ফল 'ঠাকুর মার ঝুলি ' প্রকাশিত হলো ১৯০৭ এ । প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স । দেশবাসী ঠাকুর মার ঝুলিকে সাদরে বরণ করল ।

' ঠাকুর মার ঝুলি ' র নিবেদনে গ্রন্থকার বলছেন " আকাশ নিখিল ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে , জ্যোৎস্নার সেই নির্ম্মল শুভ পটখানির উপরে পলে পলে কত বিশাল ' রাজ রাজত্ব ' কত ' অছিন অতিন ' রাজপুরী .... সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাত সমুদ্র তের নদীর চেউ ক্ষুদ্র বুক খানির মধ্যে

স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত , ... কিন্তু এত শীঘ্র সেই সোনা - রূপার কাঠী কে নিল , আজ মনে হয় আর ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগেনা , তেমন করিয়া ঘুম পাড়ে না । " ৪৯

ঠাকুর মার ঝুলির চার ভাগ — দুধের সাগর , রূপ তরাসী , চ্যাং ব্যাং , আম - সন্দেশ । লেখক বলছেন —

হাজার যুগের রাজপুত্র , রাজকন্যা সবে
রূপ সাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এল কবে ।
বিজন দেশে কোথায় যে সে ভাসানে ভাই বোন
গড়লো অবাক অতুল পুরী পরম মনোরম ।
সোনার পাখী ভাঙ্গল স্বপন কবে কি গান গেয়ে —
লুকিয়ে ছিল এ সব কথা দুধ সাগরের ঢেউয়ে ।

বানর ছানা বুদ্ধুর বুধকুমারের পরিণতি লাভ ও পেচা পুত্র ভুতুমের রূপ কুমারের গল্প , পাঁচ হিংসুটে রাণীর আর পাঁচ ঈর্ষাকাতর পুত্রের নির্মম পরিণতি এবং রাজা বুধ কুমারের ও রূপ কুমারের সাথে কলাবতী , হীরাবতীকে নিয়ে সুখে রাজত্বে কাল কাটানো রূপকথার প্রিয় গল্প । এই ভাবেই এসেছে ' ঘুমন্তপুরী ' জিয়ন কাটি আর মরণ কাটির গল্প । রাজপুত্র জিয়ন কাটির স্পর্শে রাজাকে জাগালেন । " রাজা বলিলেন — তুমি কোন দেশের ভাগ্যবান রাজার রাজপুত্র আমাদিগে মরণ ঘুমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ । জন পরিজনেরা বলিল — আহা আপনি কোন দেবতা - রাজার দেব রাজপুত্র - এক দৈত্য রূপার কাঠী ছোঁয়াইয়া আমাদের গমগমা সোনার রাজ্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল — আপনি আসিয়া আমাদিগে জাগাইয়া রক্ষা করিলেন । " ৫০ রূপকথা কি রূপক রূপে লেখক ব্যবহার করেছিলেন ? বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে শ্বেত দৈত্যের প্রভাবে মানুষেরা তাঁর সুলভ নিস্তব্ধতা যেন বাংলাকে ঘুমন্ত পুরীতে পরিণত করেছিল ।

আজ রূপকথার সেই রাজপুত্রই যেন বাঙলাটাকে জাগিয়ে তুলেছেন ।

সুঁচ রাজার গল্প , সাতভাই চম্পা ও তাদের বোন পারুলের গল্প গুলির ভিতরে লেখক দরদী মনে বাঙলার রূপকথাকে তুলে নিয়ে এসেছেন । রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মার ঝুলি' সম্পর্কে লিখছেন , " ঠাকুর মার ঝুলিটির মত এতবড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে ? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেস্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতে ছিল । এখনকার কালে বিলাতের 'Fairy Tales' আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে । স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে । তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনের এথিকস এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইয়া পড়িতে পারে , কিন্তু কোথায় গেল – রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র , কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী , কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারের সাত রাজার ধন মানিক ।

পাল পার্বন যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরা নদীর মত শুকাইয়া আসাতে , বাংলা দেশের পল্লী গ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত , সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে । ইহাতে বয়স্ক লোকের মন কঠিন স্বার্থ - পর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে । তাহার পরে দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল । তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন ? তাহাদের পড়ার ঘরের কেরোসীন দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জন ধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান বহির বিভীষিকা । মাতৃদুধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে । কেবলি বইয়ের কথা ? স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল ? দেশলক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায় ?

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রশান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন

চলিয়া আসিয়াছে , ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে । যে স্নেহ দেশের রাজেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে , সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুম পাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে , নিখিল বঙ্গ দেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত ।

.... বাঙালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয় , তাহা নহে – সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া , তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয় ।

দক্ষিণা বাবুকে ধন্য , তিনি ঠাকুর মার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুতিয়াছেন তবুও তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ , তেমনি তাজাই রহিয়াছে । " ৫১

অরবিন্দ ঠাকুর মার ঝুলি সম্পর্কে ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকায় লিখলেন ,
"The book has marked out an epach in our literature. This is sure to give him a prominent place in the rank of prominent poets and writers".

" বাংলার ঘরে ঘরে কথিত যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য সম্পন্ন রূপকথার গল্পগুলি মনের মধ্যে যে আবিলতা সৃষ্টি করত , কল্পনা বিলাসী শিশু ও কিশোর মন যে ভাবে তার রূপ জগতে বিচরণ করত তা যেন ভারতবর্ষের এক নিজস্ব পরিমন্ডলে গড়ে উঠা এক মহতী জিনিষ । এই স্বদেশী ঐতিহ্য খুঁজে বার করতে তাঁকে দীর্ঘ দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে । তাঁর সম্পর্কে একজন সমালোচক বলছেন " এ সব কাজের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য পর্যন্ত নিলেন । প্রাচীন ধরণের এক ফনোগ্রাফের সাহায্য নিয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধার জিহ্বা জড়িত শব্দকে মোমে করা রেকর্ডে

লিপিবদ্ধ করে আনতেন। বারো বছরে চার হাজারেরও অধিক দিন ধরে দক্ষিণা রঞ্জন যেন 'কথা' রস সৃষ্টি বিদ্যুতের দ্বারা অভিভূত থাকলেন।" ৫২

তাই কাঞ্চন মালার গল্প হোক, সাঁচ রাজার কষ্ট বা রাখাল ও রাজার সাথে নিবিড় বন্ধুত্ব প্রতিটির মধ্যেই লেখক দরদী মন নিয়ে সেই রূপকথার রাজ্যে নিয়ে গেছেন, 'সাতভাই চম্পা আর পারুলবোনের স্নেহার্ত রূপ', কিংবা 'অরুণ বরুণ আর কিরণ মালার' দুঃসাহসিক মায়া পাহাড়ের অভিযান ভাইবোনের মহতী স্নেহরূপকে বড় অনাবিল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। 'শীত - বসন্ত' দুই ভাইয়ের জীবনের বিভিন্ন গতি কি ভাবে তাদের রাজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল তা যেন কিশোর মনের উৎসুক জীবনের চিন্তার খোরাক।

দক্ষিণা রঞ্জন 'ঠাকুর দাদার ঝুলি' প্রকাশ করলেন ১৩১৬ সালে (ইং ১৯০৯)। বাঙ্গালার লোক সঙ্গীত সভার আশুতোষ হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণা রঞ্জন বলেছিলেন, "কথা ও সঙ্গীতের দোলা বাজে এসে জাতির অন্তরের তারে। দেশের জলেশুর্যে, মেঘের প্রস্ফুট প্রসন্নতায়, মাটীর ছন্দিত সবুজে, কুটীর গৃহে প্রাসাদে, রৌদ্র জ্যোৎস্না লেখা উপমাহীন আনন্দ হার পরিয়ে দিয়েছে – কথা ও গান।

দেশের বিদেশের যিনি অভিলাষ করেন বাঙ্গালাকে জানার, নিবিড় সন্ধান তাঁকে নিতে হবে বাঙ্গালার কথা ও গানে। জাতির জীবন বল, অক্ষয় ঐতিহ্য, অশেষ কাব্য বিকশিত হৃদয়, দিবস রাত্রি, পরিপূর্ণ রয়েছে এই পরিচয়ে।

রসলোকের ভাষা এবং সুর দেশের নিগূঢ় কথা, মুও কথা, উভয়কেই লিখেছে ঐ দুয়ের মধ্যে। যেমন করে বিশ্বের বিপুল রহস্য, বউকথা কও পাখী

আকাশ নিখিল তবে অনির্বচনীয় অক্ষরে অমর রয়ে লিখে রেখে যায় । " ৫৩

বাংলার লোক গাথার বিস্মৃতির অতল গহ্বর হতে লেখক কুড়িয়ে নিয়ে এলেন মধুমালা , পুষ্পমালা , মালঞ্চমালা , কাঞ্চনমালা ও শঙ্খমালার সুমধুর প্রেম কাহিনী । রূপকথার রাজপুত্রের অনবদ্য সাহস ও মধুর মিলন কাহিনী দিয়ে গল্প গুলো সমাপ্ত ।

রূপকথার কাহিনীর মধ্যে আছে বহু বিপদের ঝুকি নিয়ে রাজপুত্র বা রাজকন্যার বিজয় কাহিনী । দক্ষিণা রঞ্জন চেয়েছিলেন শিশুমন হতে বাংলার কিশোরদের মন যেন দুঃসাহসিক ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠুক । যে জাতি ' এ্যাডভেঞ্চার ' জানেনা তাদের জীবন গতি সমাপ্ত । তারা তো স্থবির । রূপকথার রাজ্যের ভিতর দিয়ে দক্ষিণা রঞ্জন এক সাহসী পরিবেশ বাংলার বুকে দেখাতে চেয়েছিলেন ।

তাই দক্ষিণা রঞ্জন তাঁর ' আশীর্বাদ ও আশীর্বানী ' তে বলছেন " তোমাদের দেশের আনন্দ আরও অপরূপ আরও সুন্দর । তপস্যা আর আনন্দ মানুষের কে ? ও দুজন মানুষের চির বন্ধু । ওই দুটো জিনিষ মানুষকে সব কিছু থেকে শুধু বড় করতেই জানে । জানে খাঁটি মানুষ করতে । পেয়েছ ও জিনিস দুটো তোমাদের নিঃশ্বাসের সাথে । তোমাদের খেলনা থেকে , তোমাদের পুতির পাতে , তোমাদের ভাষা থেকে তোমাদের আশাতে , তোমাদের দুরন্ত অশান্ত চঞ্চলতার রাজ্যে আর তোমাদের সুপবিত্র সুধা ঢালা বুকের , চিন্তার তপোবনে । " ৫৪

দক্ষিণা রঞ্জন চেয়েছিলেন বাংলার রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাংলার দামাল কিশোরেরা দুরন্ত হয়ে করুক অভিযান । তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন , " কোন স্বর্গ থেকে আসবার পথে কত কি আশ্চর্য্য তোমরা নিয়ে যে এসেছ কে জানে ?

..... সেই ক্ষমতাকে ঘোড়ান মতো দাও ছুটিয়ে তোমাদের জন্মভূমির শের থেকে দশ দিকে উথল উল্লাসের হাসিতে দিক ভরে ।

থাক তোমাদের হাসি মুখে অসীম দুষ্টুমি ,
রাখো শুধু বুক খানিতে অমর জন্মভূমি ।
হাতে এসে মিলাক হাত , সোনালী দিন রুপালী রাত ,
রঙিন খেলায় দিক ভরে দাও , দেশ ভরে দাও কাজে ,
সাত সাগরের ঢেউ দোলা দিক , প্রাণের স্বপন মাঝে ।
অমল কিশোরী , অটল কিশোর চলো
প্রভাতের মতো জ্বলমান ,
আকাশে বাতাসে খেলে যাক সাথে —
প্রভাত রোদের কলগান ।

বেজেছে ঘুমের শেষের শঙ্খ । দেশের শঙ্খ । তরুণ রাজ্যের চির অক্ষয় প্রাণের শঙ্খ ।

দেশ চায়
তার কিশোর স্বপ্নে মাখা হয়ে
রঙ সায়রের পারের ঢেউয়ের ধারেধারে
অজানারি বিপুল অন্ধকারে
চলবে জগৎ জয়ে
চলা তাদের হবে সফল হবে
শঙ্কা হরণ অখন্ড গৌরবে ।

এই শঙ্খ শুনেছ ?

" শুনেছি আমিও । শত শত যুগের শত শত মানুষের মনের হাজার জমাট স্বপ্ন থাকে একটা জাতির বুকের মধ্যে লুকিয়ে । সেই স্বপ্ন মানিকের জাগরণ টিকা কপালে এঁটে কিশোরেরা দাঁড়ায় জগতের সম্মুখে – কি করে জাতিকে বড় করবে , জ্বলন্ত করবে মহান করবে । সেই জাতির আর দেশের , শঙ্খের ডাক তারা শুনতে পায় আপন মায়ের মুখের গানে , দেশের আকাশে বাতাসে জলে অরণ্যে , পিতৃপুরুষের দুঃখ - সুখ - ভরা উজ্জ্বল কাজের ইতিহাসে , আর শোনে .... পৃথিবীর অন্য দেশের ভাই বোনদের সাথে , খেলার মাঠে আর পড়ার মন্দিরে । " ৫৫

যে দেশের কিশোর তার ' এ্যাডভেঞ্চারী ' মনোভাব হারিয়ে ফেলে সেই দেশটা মৃত । জীবনের দুর্বার বেগের মতো বুধ কুমার , বা অরুণ বরুণ বা মদন কুমার কিংবা শীত বসন্তের মতো যারা অজানা রূপকথার দেশে যাত্রা করতে পারে তাদের তো আছে প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি । দক্ষিণা রঞ্জন সেইরূপ দেশই চেয়েছিলেন —

" দেশ চায় , তার কিশোর সাগর ঢেউয়ের সাথে
ঝড় বৃষ্টির দোলায় দুলবে আপন ভোলা
শক্তি সাহস রইবে আগল খোলা সন্ধ্যে দুপুর প্রাতে ?
দেশ চায় , তার কিশোর কুটির অট্টালিকায়
হবে শ্রমিক চাষীর দুঃখ দিনের হাসি ,
হবে ধনীর সুপ্ত ঘরে আসি দীপ্ত অমল শিখা ।
দেশ চায় , তার কিশোর – আশার আলোক পুরে ...
জাগবে সবুজ প্রাণের দারুণ সন্ধানে
সৃষ্টি তারে ডাকছে যে কোনখানে
কোন কাছে কোন দূরে

দেশ চায় , তার কিশোর শিল্প , বনিজ জ্ঞানে ,
আনবে নবীন উষার দেশের হীরক তৃষা
জগৎ জোড়া খ্যাতি নিরঙ্কুশা , গহন সম্মানে । " ৫৬

দক্ষিণা রঞ্জন ' ঠাকুরদার ঝুলি 'তে ভূমিকায় মন্তব্য করছেন , " দেশের জীর্ণ পর্ণ কুটিরের নিরক্ষর কৃষক হইতে ধনী গৃহের দিদিমাদের কণ্ঠে যে ' মধুমালা ' , ' মালঞ্চমালা ' , কথা গুচ্ছ সুর মূর্ছনার চির প্রিয় পুলক নহর , শিক্ষিতের অক্ষর মহিমার কাছে তাহার যোগ্য মূল্য ধরা পড়া কত স্বাভাবিক ভারতীয় প্রাণধারা বাঙালীর জাতীয় চিত্তরস – এ খর স্রোতের উচ্ছল তরঙ্গে ।

পৃথিবীর বিবিধ দেশ যাহা লইয়া আপনাদের কুটির প্রাসাদ রৌদ্রে জ্যোৎস্নায় , সুগৌরব ফুলের তোড়ায় সাজায় – আমরা অবাক দৃষ্টিতে দেখি , ঝড়া পাপড়ি কুড়াই – তাহারই মত , আমাদের গরিমা মহিমা আমারই বাঙলা মার অন্তর স্পর্শ , জাতির বেদনা উল্লাসের মর্ম্ম মর্যাদা – আপনতম আমাদের জিনিস , অপরের মতে এ জাতিও তাহা জগতের বাহির করিতে পারে । আরব পারস্যের ' একাধিক সহস্র রজনী ' আসিয়া এ দেশ জুড়িয়া কত তারা নক্ষত্র ফুটাইয়া গেল । আমাদের ' রজনী ' – পবিত্র সুন্দর নিষ্কলঙ্ক রাকা চাঁদের মত প্রাণের জিনিষ আমাদের – আমার ' বাঙলা মা ' র নৈশ বাঁশীর সুর , তাহাকে দেশে ও বিশ্বে চাই , তাহার প্রতিদিনের আরতির নিশ্চিত আকাঙ্খা করি । " ৫৭

দক্ষিণা রঞ্জনের এই ভাবনায় নির্মিত সাহিত্যকে অবলোকন করে অশ্বিনী কুমার দত্ত বলছেন দক্ষিণা রঞ্জনের সাহিত্য " নিত্য নতুন চির স্থায়ী আনন্দের খনি " । চিত্ত রঞ্জন দাস মন্তব্য করেছিলেন ' এতে আছে বাংলার চিরন্তন বাঁশীর সুর । " কারণ তাঁর সাহিত্য দেশের জলমাটির মতো পরম স্নিগ্ধ ও সুন্দর ।

।। সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার ।।

স্বদেশী যুগের পটভূমিকায় সুরেন্দ্র নাথ গল্প লিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী যুগের সেই সময় চরমক্ষণ। একদিকে যেমন স্বদেশী কার্যকলাপ তীব্র হতে শুরু করেছে অন্য দিকে জন্ম নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। সেই পটভূমিকায় সুরেন্দ্র নাথ লিখলেন 'স্বদেশী ও বিলাতী'। সুরেন্দ্র নাথ পেশায় ছিলেন ডেপুটি কালেকটর। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পের অনেক চরিত্রের মতো ইনিও স্বদেশী ভাবনার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'স্বদেশী ও বিলাতী' গল্পটি সাহিত্য পত্রিকায় ১৩১৪ এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গল্পের উপজীব্য বিষয় রোম্যান্টিক প্রেম। অপূর্ব নামে এক যুবকের সাথে শান্তির বিধবা বিবাহ, এবং নরেন্দ্রের সঙ্গে অনিলার শুভ পরিণয়ে গল্পের সমাপ্তি। এই গল্পের পটভূমিতে লেখক স্বদেশী যুগের কিছু পরিবেশ সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

মিষ্টার সেন সদ্য বিলেত হতে ফিরেছেন। শরৎকালের মধুর রাত। তিনি নিজের দেশের পুকুরের পাশে এসে শুয়ে পড়লেন।

" স্বদেশের পুকুরটা পানায় পরিপূর্ণ। বন বাদাড় ভরা ভাঁটা পাড়ের অন্ধকার ভাগে ঝিল্লিকুল বিষম চীৎকার করিতেছিল। স্বদেশী শৃগাল বিলাতীয় ব্যারিস্টারের সহৃদয়তা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণ কালের জন্য দার্শনিক বিচার পরায়নতার পরিচয় দিয়া নীরব হইল। গোটা কয়েক অন্ধকার আর গোটা কয়েক আলোক স্বদেশী ও বিলাতী ভাব ধরিয়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। গোটা কতক বিলাতী স্বপ্ন ও গোটা কতক দেশী স্বপ্ন দুই দিকে সারিসারি দাড়াইয়া চন্দ্র করে নৃত্য করিতে লাগিল। "

মিষ্টার সেনের মনে পড়ল বিনোদ বন্ধুর কথা। বিনোদের সাথে তার এই ভগ্ন দশা প্রাপ্ত বাড়ীতে কত স্বদেশী ভাবনার কথা সে বলেছিল। বিনোদের বাড়ীতে বিনোদের বাবার কাছে শুনল বিনোদ মারা গেছে। সে কলকাতায় একটি কলেজে অধ্যাপনা করত। বিয়েও করেছিল। দেশের কাজ করতে করতে বিনোদ মারা যায়।

অপূর্ব কৃষ্ণ সেন বন্ধুর মৃত্যুতে আঘাত পেলেন। ফিরে এলেন কলকাতার বাড়ীতে যেখানে তাঁর মা তাঁর ছেলেকে স্বদেশী ধুতি চাদরে দেখে প্রচন্ড খুশী হলেন।

অপূর্ব সেন বিলেত যাওয়ার আগে কাঁসারি পাড়ার রামহরি গুপ্তের কন্যা অনিলার সাথে এর বিলাতী ধরণের প্রেম হয়েছিল। অপূর্ব সেন চললেন সেই বাড়ী। অনিলার পিতা রামহরির মদ খাওয়ার তীব্র নেশা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তিনি 'দেশী' খেতে বাধ্য হতেন। অপূর্বের সাথে অনিলার দীর্ঘদিন পর দেখা হলো। " অনিলা অনিকটা বিলাতী। চক্ষু কটা, কিন্তু কটার মধ্যেও স্বদেশী বেগুনের মতো একটু মাধুর্য্য ছিল। অনিলা আনন্দময়ী। অনিলা পিতার শিক্ষায় গা ঢালিয়া দিয়া বিলাতী ভাবে ও বিলাতী উপাদানে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনিলার পশ্চাতে যে একটা স্বদেশী ভাব ছিল সেটা কেহই জানিত না। "

বিনোদের স্ত্রীর নাম ছিল শান্তি। অনিলার সাথে শান্তির হৃদ্যতা ছিল। শান্তির দাদা নরেন্দ্র ছিলেন বিনোদের স্বদেশী শিষ্য। বিনোদ ও অপূর্বর চেহারা ছিল প্রায় একই ধরণের। এমন কি বিনোদ মৃত্যুর পূর্বে শান্তিকে বলেছিলেন, " যদি সংসারে কখনও সহায়হীনা হও, যদি কখনও হৃদয়ের বল না পাও, তবে অপূর্বর সাহায্য লইও। "

একদিন অনিলার বাড়ীতে নরেন্দ্র শান্তি ও অপূর্ব সবাই একত্রিত হলেন।

নরেন্দ্র অনিলাকে দেখে জানতে চাইলেন শান্তির কাছে অনিলার মাথায় কি আছে ? শান্তি বলেছিলেন যে বিলাতী পুটলি । অনিলা সেই সময় বাইরে এসে অপূর্বকে বললেন ' আপনার বিলাতী সাজগুলা আমাকে দিন । '

অপূর্ব ও অনিলার বিলাতী সরঞ্জাম সব একত্রিত করে অনিলা তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল । " বিলাতী ও দেশী তার তুমুল সংগ্রাম পূর্বক ধূম আশ্রয় করিল । " নরেন্দ্র অপূর্বকে বললেন " আমার বোধহয় দেশী ও বিলাতী মিশিয়া যাহা হইয়াছে তাহার নাম স্বদেশী । "

অবশেষে এঁদের বিবাহ হলো । অপূর্ব কৃষ্ণের সাথে শান্তির ও নরেন্দ্রর সাথে অনিলার । অপূর্বর সাথে বিধবা শান্তির বিবাহটা যেন ' স্বদেশী ' হলেও এটা যেন ' বিলাতী ' ধরণের ।

সুরেন্দ্র নাথের গল্প প্রসঙ্গে বলা হয় , " গদ্য রচনায় সুরেন্দ্র নাথের স্টাইল তাঁহার নিজস্ব । সে স্টাইল বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য । " ৫৮

॥ জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত ॥

স্বদেশী যুগে জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত " ঠাকুর মার ঝুলি " গ্রন্থ প্রনয়ন করেন । প্রকাশ কাল ছিল ১৩১২ । লেখকের বক্তব্য অনুসারে ' ঠাকুর মার ঝুলি ' গ্রন্থটি দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের আগের লেখা । তিনি তাঁর প্রথম সংস্কারের ভূমিকায় বলেছেন " আমাদের দেশের মা ও দিদিমা - রা বহুকাল অবধি যে সকল

' উপকথা ' তাহাদিগের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও নাতি নাতনীদের বলিয়া আসিতেছেন বর্তমান পুস্তকে সেই সকল গল্প প্রকাশিত হইল । এইরূপ ' উপকথা 'র পুস্তক ইহার পূর্বে বঙ্গভাষায় আর প্রকাশিত হইয়াছে কি না , বলিতে পারি না , অন্ততঃ আমি সেইরূপ কোন পুস্তক এই পর্যন্ত দেখি নাই । আমাদের দেশে সচরাচর যে ভাষায় কথাবার্তা চলে , বর্তমান পুস্তকে সেই ভাষা অবলম্বন করিয়াছি । যথা - সাধ্য গ্রাম্য কথার ব্যবহার করি নাই । " ৫৯

জ্ঞানেন্দ্র শশীর পুস্তকে যে সব গল্প আছে তার সংখ্যা পনের । উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি রাজপুত্র ডালিম কুমার , হীরামন তোতার গল্প , ব্রহ্ম দৈত্যের গল্প , কেশবতীর গল্প , ম্বেজুাবতীর গল্প , শাকচুন্নীর গল্প , পুষ্পবতীর গল্প ।

' রাজপুত্র ডালিম কুমারের ' ভাষার নিদর্শন —

" এইদিকে বিধাতা পুরুষের বোনের একটি কন্যা সন্তান জন্মিল । ছেলে কি মেয়ে হওয়া মাত্র বিধাতা পুরুষ করেন কি সেই ছেলে কি মেয়ের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহা তার কপালে লিখিয়া দিয়া যান । সেই জন্যই তো আঁতুর ঘরের দুয়ারে দোয়াত আর কলম রাখিয়া দিতে হয় । বিধাতা পুরুষ দস্তুর মতো তাঁর ভাগ্নীর কপালে লিখিয়া দিয়া যেমনি বাহির হইবেন অমনি তার বোন বিধাতা পুরুষকে ধরিয়া বলিল ' হেই দাদা আমার মেয়ের কপালে কি লিখিলে বল । '

বিধাতা পুরুষ প্রথমে বলিতে চাহেন না , শেষে বোন না ছোড়বান্দা হওয়াতে বলিলেন ,

" ধরা কন্যা , মরা বর
অনাথ মন্দিরে ঘর । "

জ্ঞানেন্দ্র শশী গুপ্ত এই পুস্তক রচনার জন্য গল্পগুলো বিভিন্ন মানুষের নিকট হতে সংগ্রহ করেছিলেন ।

।। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১২৮৩ সালে। স্থান মালদহের চাঁচলে। দীর্ঘকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। গল্পকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক রূপেও তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি 'প্রবাসী'র সহ সম্পাদকও ছিলেন। স্বদেশী যুগে প্রকাশিত গল্পের নাম 'মা'। প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩১৫। প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বদেশী যুগে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন সকল জাতীয়তাবাদী মানুষ। লেখকও এই সম্প্রীতির উদাহরণ 'মা' গল্পের মধ্যে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার সাথে সাথে এনেছেন স্বদেশী যুগের কথা।

'মা' এর নাম দয়া ঠাকুরাণী। বৈধব্য অবস্থার একমাত্র ধন পুত্র ষষ্ঠীচরণ। দয়া ঠাকুরাণীর নিকট আরেক ছেলে প্রতিপালিত হচ্ছিল তার নাম জহর। ধর্মে ছিল মুসলমান। মায়ের স্নেহ কারও জন্য কমতি ছিল না। দুজনের শিক্ষার সমান সুযোগ মা দিতেন। দুজনেই এফ.এ পাশ করলো। ষষ্ঠীচরণ আরও পড়তে চায়। সে বি.এ পাশ করবে। জহর মাতার উপর আর নির্ভর করে তাঁর বোঝা বাড়াতে চায় না। তাই জহর চাকরী করবে। করলও তাই। জহর দারোগা হলো। সে নবাবগঞ্জেই দারোগা হয়ে এল। তখন স্বদেশী যুগ। ষষ্ঠীচরণ স্বদেশী যুগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলনে। স্বদেশীদের উপর জহর শুরু করল অত্যাচার। তার বাল্য সখা ও ভাতৃ প্রতিম ষষ্ঠীচরণও রেহাই পেল না তার অত্যাচার থেকে। ষষ্ঠীচরণ তখন স্কুলের শিক্ষক। ছাত্র সহ ষষ্ঠীচরণকে সে গ্রেপ্তার করলো।

গ্রেপ্তার হওয়া অবস্থায় মা দয়াঠাকুরাণী এলেন পুত্রকে দেখতে। ষষ্ঠীচরণ জহরের বিরুদ্ধে মার কাছে নালিশ করলো।

মা বললেন , " বাবা, জহর তোর অবোধ ছোট ভাই । তার প্রতি রুষ্ট হোস নে । সে আমাদের ছেড়েছে বলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না । তুই আপন কর্তব্য করেছিস , ফলের তার ভগবানের ওপর । যে পবিত্র বন্দেমাতরম নাম গ্রহণ করে তুই সেবা ব্রত গ্রহণ করেছিস তাতে নির্যাতন - ক্লেশ সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস , আমি আপনাকে ধন্য মনে করব । আর এক কাজ তোকে করতে হবে , জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্ম সমর্পন করতে হবে । "

মায়েরকথা মতো ষষ্ঠীচরণ আত্ম সমর্পন করে ছাত্র সহ কারাবাস বরণ করলো ।

এ ঘটনার পর জহর মার সাথে মিলিত হলো । নিজের ভুল স্বীকার করে পুলিশের চাকরী ছেড়ে দিল । ফিরে এল মার কাছে । তথা স্বদেশী আন্দোলনের ব্রতে ।

* * * *

চতুর্থ অধ্যায়

স্বদেশী যুগের ছোট গল্প

তথ্যপঞ্জী

১ । সাহিত্যে ছোটগল্প , প্রবন্ধ , সমন্বয় , শারদ সংখ্যা ১৯৮৭ , পৃ : ৩০

২ । সমন্বয়, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৭, সাহিত্যে সমাজ পাঠ্যসূ - ছোটগল্প পৃ ৩৭

৩ । Speeches of Surendra Nath Banerjee (1908) Vol VI
Page 397-98

৪ । বিনয় সরকারের বৈঠকে , পৃ :

৫ । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস , সুকুমার সেন , ৪র্থ খন্ড , পৃ : ৩৮

৬ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড পৃ, ২৯০

৭ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ , কলকাতা , ১৯৯২ , প্রথম খন্ড ,
পৃ : ২৯০

৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯০

৯ । প্রভাত কুমার : জীবন ও সাহিত্য : ডঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় , কলকাতা ,
৭৩ , পৃ : ৩৪

১০ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ (২য়) , পৃ : ২

১১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪

১২ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬

১৩ । History of Freedom Movement Vol II P-117.

১৪ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ , পৃ : ৮

১৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬

১৬ । ঐ পৃ : ১৬

১৭ । ঐ পৃ : ১০

১৮ । পূর্বোক্ত প্রথম খন্ড , পৃ : ২২১

১৯ । পূর্বোক্ত ২য় খন্ড , পৃ : ১৮

২০ । পূর্বোক্ত ২য় খন্ড , পৃ : ১৮ - ১৯

২১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৯ - ২০

২২ । পূর্বোক্ত প্রথম খন্ড , পৃ : ৩১২

২৩ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য , প্রণতি নাথ , পৃ : ১২৬ - ৭

২৪ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ , ১ম খন্ড পৃ : ৩০৩

২৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩০৪

২৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩০৫

২৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩১০

২৮ । পূর্বোক্ত , তৃতীয় খন্ড পৃ. ২১৩

২৯ । পূর্বোক্ত , তৃতীয় খন্ড , পৃ : ২০৩ - ২০৪

৩০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২০৭

৩১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২০৯

৩২ । পূর্বোক্ত , দ্বিতীয় খন্ড , পৃ : ১৬৯

৩৩ । পূর্বোক্ত , দ্বিতীয় খন্ড , পৃ : ১৭০

৩৪ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ১৭৩

৩৫ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৮৪

৩৬ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৮৬

৩৭ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৮৯

৩৮ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ :

৩৯ । পূর্বোক্ত , চতুর্থ খন্ড পৃ : ১৪৯

৪০ । পূর্বোক্ত ঐ পৃ : ১৫২

৪১ । পূর্বোক্ত পৃ : ১৫৩

৪২ । পূর্বোক্ত পৃ :

৪৩ । পূর্বোক্ত , চতুর্থ খন্ড , পৃ : ১৬৩

৪৪ । পূর্বোক্ত , ঐ পৃ : ৪৬

৪৫ । প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য , পৃ : ৮৮

৪৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৯২ - ৯৩

৪৭ । প্রভাত কুমার গল্প সংগ্রহ , চতুর্থ খন্ড , পৃ : ৪৬

৪৮ । দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সংগ্রহ , ১৩৮৮ , পৃ : ' ছ ' (ভূমিকা)

৪৯ । ' ঠাকুরমার ঝুলি ' সপ্ত ত্রিংশৎ সংস্করণ পৃ : ১৫ (মিত্র , ঘোষ)

৫০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬৬

৫১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৯ - ১২

৫২ । দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সংগ্রহ , ২য় খন্ড , পৃ : ' জ ' ভূমিকা

৫৩ । ঠাকুর দাদার ঝুলি , মিত্র ঘোষ , সপ্তদশ সংস্করণ , ১৩৯৮ , পৃ : ২৭

৫৪ । দক্ষিণা রঞ্জন রচনা সংগ্রহ , ২য় খন্ড , পৃ : ১২৯

৫৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৩২ - ১৩৪

৫৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ১৪৪

৫৭ । দাদা ঠাকুরের থলি , পৃ : ১৫ - ১৬

৫৮ । সুকুমার সেন , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , ৪র্থ খন্ড , পৃ : ৬৩

৫৯ । ঠাকুর মার ঝুলি , ১৩১২